‘হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) শেষ নবী। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ। এটা আমরা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি’

মাওলানা আবদুল আউয়াল খান চৌধুরী

খতিব, কেন্দ্রীয় মসজিদ, আহমদিয়া মুসলিম জামাত

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **গোলাম মোর্তোজা**

সাপ্তাহিক ২০০০ : আহমদিয়া মুসলিম জামাতের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ হলো, আপনারা হজরত মুহাম্মদ (সাঃ)কে শেষ নবী হিসেবে বিশ্বাস করেন না। এ বিষয়ে আপনাদের স্পষ্ট বক্তব্য জানতে চাই।

মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী : হজরত মুহাম্মদ (সাঃ) শেষ নবী। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। এটা আমরা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি।

যে অর্থে পবিত্র কোরআন শরিফ তাকে শেষ নবী বলেছে, যে অর্থে হজরত মুহাম্মদ (সাঃ) হাদিস শরিফে নিজেকে শেষ নবী হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন, সে অর্থে আমরা তাকে শেষ নবী মানি। কিন্তু তথাকথিত মোল্লাদের প্রচারিত ভুল অর্থে আমরা তাকে খাতামুন নাবীঈন বা শেষ নবী মানি না। কারণ প্রথমত, কোরআন শরিফ তাকে কী অর্থে শেষ নবী বলেছে তা বুঝতে হবে। পবিত্র আল কোরআন তাকে শরিয়ত বাহক শেষ নবী হিসেবে বর্ণনা করেছে। সুরা ‘আল মায়েদা’র আয়াত নম্বর ৪।

যেকোনো মুসলমান এই আয়াতের ওপর ঈমান রাখতে বাধ্য। এই আয়াতে বলা হয়েছে, হজরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কাছে তেইশ বছর ধরে কোরআন শরিফ নাজিল হওয়ার প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, এই যে পুরো ধর্মমত, সম্পূর্ণ জীবন বিধান নাজিল হলো, সেই জীবন বিধানের নাম আল্লাহতায়ালা ইসলাম ধর্ম রাখলেন। আর বললেন, ‘তোমার মাধ্যমে আমি ধর্মকে পরিপূর্ণতা দান করলাম। হে মুহাম্মদ (সাঃ), তুমি সেই শরিয়ত বাহক নবী।’ সুতরাং যে নবী শেষ শরিয়ত বহন করেন তিনিই শেষ নবী। হাদিস শরিফেও এই বিষয়ে বিশদ বর্ণনা রয়েছে। হাদিস শরিফ অনুযায়ী, শেষ মার্গ এবং উৎকর্ষতার শেষ সীমান্ত অর্জনকারী এবং অতিক্রমকারী সত্তা হজরত মুহাম্মদ (সাঃ)- তাই তিনি শেষ নবী। কিন্তু যদি কেউ বলে ‘হজরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পরে আর কারো পক্ষে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা সম্ভব নয়, আল্লাহর সঙ্গে বাক্যালাপ করা সম্ভব নয়, আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন করা সম্ভব নয়, তাহলে আমি বলবো এটা মহানবী (সাঃ)-এর অবমাননা। খাতামুন নবীর যে অর্থ আমরা বুঝেছি কোরআন, সুন্নাহ এবং হাদিস অনুযায়ী, সেটা হচ্ছে তিনি ছিলেন আধ্যাত্মিক জগতের পরশমণি। যার ছোঁয়ায় মাটির ঢেলা সোনাতে পরিণত হয়। কিন্তু আজকালকার ধর্মব্যবসায়ী মহল বলছে, হজরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে মানলে সন্ত্রাসী মোল্লা হওয়া যায়, রাজনীতিবিদ মোল্লা হওয়া যায়, মিথ্যাবাদী, মিথ্যাচারী মোল্লা হওয়া যায়, কিন্তু উচ্চতর মার্গ অর্জনকারী হওয়া যায় না। এটা তো আমাদের নবী হজরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর অবমাননা করা।

২০০০ : এখানে আপনি বলছেন, হজরত মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর শেষ নবী। তারপর বলছেন আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যাবে। তাহলে যে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবে, তাকে কি আমরা নবী বলবো?

আব্দুল আউয়াল : আমি আবারও বলছি, হজরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন- ‘আমি শেষ শরিয়ত বাহক নবী। আমি সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ ভালোবাসবেন।’ যখন আল্লাহতায়ালা কাউকে ভালোবাসেন তখন তার সঙ্গে কথা বলেন, তাকে বাক্যালাপে ভূষিত করেন। যার সঙ্গে আল্লাহতায়ালা বেশি বেশি সংবাদ আদান-প্রদান করেন তাকে উম্মতি নবী বলা হয়েছে কোরআনের পরিভাষায়। বলা হয়েছে সুরা আল নিসার আয়াত নম্বর সত্তরে, যদি আল্লাহতায়ালার রহমত থাকে, আল্লাহতায়ালার রসুলের প্রতি আনুগত্য থাকে, যুগের চাহিদা থাকে, তাহলে আল্লাহতায়ালা কোনো ব্যক্তিকে আনুগত্যকারী নবুওয়ত দান করতে পারেন। কিন্তু এটা সেই নবুওয়ত নয়, যেটা খতমে নবুওয়ত বাজারে প্রচার করছে। হজরত আদম (আঃ) থেকে হজরত মুহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত যে ধরনের নবী আগমন করেছেন, হজরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পর সেই ধরনের কোনো নবী নেই।

২০০০ : তাহলে আপনাদের দাবি, অন্য কোনোভাবে অন্য কোনো নবী এরপরও আসতে পারেন এবং এসেছেন?

আব্দুল আউয়াল : সেটা আমাদের দাবি না। মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি তেমন কোনো দাবিও করেন নাই। আমরা খাতামুন নবীর যে ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণে বিশ্বাস করি, হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ)-এর উক্তি ‘দুররে মনসুর’ বইতে সংকলিত হয়েছে, বেহারুল আনোয়ার পুস্তকে একই উক্তি সংকলিত হয়েছে। যে ব্যাখ্যা আমরা প্রদান করলাম, সে ব্যাখ্যা হুবহু হজরত আয়েশা (রাঃ) প্রদত্ত ব্যাখ্যা। শুধু তাই নয়, হজরত ইমাম আবদুল ওহাব (রহঃ), সুফি সম্রাট হজরত মহিউদ্দিন আরাবি (রহঃ) হুবহু একই ব্যাখ্যা দিয়েছেন যা আহমদিয়া মুসলিম জামাত বিশ্বাস করে।

এরা আহলে সুন্নত জামায়াতের স্বীকৃত আলেম-উলামা। আমি বলছি যে, আমাদের বিরুদ্ধে কেউ দাঙ্গা সৃষ্টি করতে পারবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত আমি কোরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে কোরআনের ভিত্তিতে কথা বলছি, আর আমাকে যদি কোরআনের ভিত্তিতেই তা খন্ডন করা না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে না।

আরেকটি মজার বিষয় হচ্ছে, যারা আমাদের বিরুদ্ধে ‘খতমে নবুওয়ত’ না মানার অভিযোগ করছেন তারা নিজেরাই কিন্তু খতমে নবুওয়ত অস্বীকারকারী। বিষয়টি আশ্চর্যজনক বলে মনে হলেও বাস্তবতা এটাই প্রমাণ করে। এদেরকে অর্থাৎ আহমদিয়া জামাতের বিরুদ্ধবাদীদের প্রশ্ন করুন, খতমে নবুওয়ত বা খাতামান নাবীঈন অর্থ কি? এরা বলবেন, নবী শেষ আর কোনো নবী আসতে পারে না। এবার জিজ্ঞেস করুন, আল্লাহর নবী হজরত ঈসা (আঃ) এই উম্মতে আসবেন কি না। উত্তরে এরা বলবেন, হ্যাঁ অবশ্যই আসবেন। তবে তিনি পুরনো নবী, তাঁর আসাতে ‘খতমে নবুওয়ত’ ভঙ্গ হয় না। কি অদ্ভুত যুক্তি! এক মুখে বলছেন, কোনো নবী আসতেই পারেন না, আর অন্য মুখে বলছেন ইহুদী উম্মতের নবী আসতে পারেন, তাতে কোনো ক্ষতি নেই। আমরা বলছি, এই উম্মতের সংশোধনকল্পে কোনো পুরনো স্বাধীন নবী আসলে মহানবী (সাঃ)-এর খতমে নবুওয়ত অবশ্যই ভঙ্গ হয়। এর সমাধান কেবল একটিই। আর তা হলো, এই উম্মতের মাঝ থেকে মহানবী (সাঃ)-এর এক নিষ্ঠাবান প্রেমিক রসুলের বরকতে ছায়া বা রূপক নবুওয়ত লাভ করবেন। এতে মহানবী (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীও পূর্ণ হবে আর খতমে নবুওয়তও ভঙ্গ হবে না।

কোরআন এবং হাদিসের ওপর ভিত্তি করেই আহমদিয়া মুসলিম জামাত তার কর্মকান্ড পরিচালনা করে আসছে। আমি বলছি আল কোরআনের কথা,

আমি বলছি রসুল (সাঃ)-এর কথা, সহীহ হাদিসের কথা। আর উনারা বলছেন ডান্ডা, জঙ্গিবাদের কথা। দশ মিনিটে নাকি আমাদের মসজিদ গুঁড়িয়ে প্রস্রাবের ঢেলা বানিয়ে দেবেন।

২০০০ : গুরুতর অভিযোগের আরেকটা হচ্ছে- কালেমা তৈয়বা - লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ, এখানে আপনারা মুহাম্মদের জায়গায় আহম্মদ শব্দটি ব্যবহার করেন?

আব্দুল আউয়াল : আহমদিয়া জামাতের ধর্ম বিশ্বাস কী, সেটা জানতে চাইলে আহমদিয়া মুসলিম জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হজরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানির লেখা পড়তে হবে। এর ওপর কোনো কথা থাকতে পারে না। আমি তার লেখা থেকে পড়ে শোনাচ্ছি। আমাদের কালেমা কী, সেটা তিনি নিজেই বলে গেছেন। হজরত মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি (আঃ), যিনি নিখিল বিশ্বের আহমদিয়া মুসলিম জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা, তিনি বলছেন : 'আমরা ঈমান রাখি, খোদাতালা ব্যতিত কোনো মাবুদ নাই। এবং সৈয়দেনা হজরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) আল্লাহর রসুল এবং খাতামুন নাবীঈন। আমরা ঈমান রাখি ফেরেশতা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য। এবং আমরা আরো ঈমান রাখি কোরআন শরিফে আল্লাহতালা যা বলেছেন এবং আমাদের নবী হজরত মুহাম্মদ (সাঃ) থেকে যা বর্ণিত হয়েছে, তা সবই সত্য। তিনি আরো বলেছেন, আমার উপদেশ, তারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদু রাসুলুল্লাহর ওপর ঈমান রাখে, এবং এই ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করে।'

একই বিষয়ে তিনি আরেক জায়াগায় বলেছেন- 'আমরা মুসলমান, এক এবং অদ্বিতীয় খোদাতায়ালার প্রতি ঈমান রাখি এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু কলেমার ওপর আমরা বিশ্বাসী। আমরা কোরআনকে খোদার কিতাব এবং তাঁর রসুল হজরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে মান্য করি। আমরা ফেরেশতা, পুনরুত্থান দিবস, কেয়ামত এবং জাহান্নামে বিশ্বাসী। আমরা নামাজ পড়ি, রোজা রাখি এবং কেবলমুখী হই। যা কিছু আল্লাহ এবং রসুল (সাঃ) হারাম এবং নিষিদ্ধ করেছেন সেগুলোকে হারাম জ্ঞান করি এবং যা কিছু হালাল বা বৈধ করেছেন সেগুলোকে হালাল বলে আখ্যা দেই। আমরা শরীয়তে কোনো কিছু সংযোজনও করি না, বিয়োজনও করি না। এবং একবিন্দু পরিমাণও কমবেশি করি না। যা কিছু রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর মাধ্যমে আমরা পেয়েছি, এর হিকমত বুঝি, বা নাই বুঝি, এর অন্তর্নিহিত তত্ত্ব নাই বা উদ্ধার করতে পারি আমরা তা গ্রহণ করি। আমরা আল্লাহতায়ালার ফজলে বিশ্বাসী'।

হজরত মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি আরো বলছেন, 'আমি সত্য বলছি এবং খোদাতায়ালার কসম খেয়ে বলছি যে আমি এবং আমার জামাত মুসলমান। একজন আহমদি মহানবী (সাঃ) এবং কোরআন করিমের প্রতি ঠিক সেভাবেই ঈমান রাখে, যেভাবে একজন সত্যিকার মুসলমানের ঈমান রাখা উচিত। ইসলাম থেকে কিঞ্চিত পরিমাণ পদস্খলনকে আমি ধ্বংসের কারণ বলে বিশ্বাস করি।'

আমার বিশ্বাস আপনার প্রশ্নের উত্তর এর মধ্যে পেয়ে গেছেন।

২০০০ : কাদিয়ানি বিরোধী এই আন্দোলন তো দীর্ঘদিন ধরে...

আব্দুল আউয়াল : ১৯৫৩ সালেও একই ঘটনা ঘটিয়েছিল মোল্লারা। কী জন্য ঘটিয়েছিল? তাদের হীন রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য। আমি বিষয়টা ব্যাখ্যা করছি- যারা পাকিস্তান আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল তারাই পাকিস্তানে ফিরে এসেছিল ভারত ছেড়ে। পাকিস্তানের জনগণ খুব ভালো করেই চিনেছিল যে এই মোল্লারা, ওরা পাকিস্তানের বিরোধী চক্র। তারা সাধারণ পাকিস্তানিদের ক্ষেপিয়ে তুলতে চেয়েছে। কিন্তু পারে নি। মানুষ তাদের কথা বিশ্বাস করেনি।

২০০০ : তাহলে আপনাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের কারণ কি?

আব্দুল আউয়াল : সারা বিশ্বের মানুষ জানে আহমদিয়া মুসলিম জামাত খুবই নিরীহ সম্প্রদায়। এরা আঘাত করলে প্রত্যাঘাত করে না। এ রকম একটি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যারা আন্দোলন করছে, তারা নতুন একটা ইস্যু বানাতে চাইছে। ১৯৫২-৫৩ সালে যেভাবে ইস্যু বানানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। নিজের অপকর্ম ঢাকতে গিয়ে সে তখন আমাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছিল।

২০০০ : আপনি মওদুদীর কথা বলছেন?

আব্দুল আউয়াল: হ্যাঁ, মওদুদীর কথা বলছি। সে পাকিস্তানের বিরোধিতা করেছিল। সেই মওদুদীর অনুসারীরা '৭১-এ বাংলাদেশের বিরোধিতা করেছিল। মওদুদী যে কারণে '৫২-৫৩ সালে আমাদের বিরুদ্ধে লেগেছিল, দাঙ্গা বাঁধিয়েছিল, ঠিক একই কারণে তার অনুসারীরা এখন আবার আন্দোলনের চেষ্টা করছে।

২০০০ : যারা আন্দোলন করছে তারা দাবি করে ৩৮টি বা ৪৮টি দেশে আহমদিয়া সম্প্রদায়কে অমুসলিম ঘোষণা করা হয়েছে। এতোগুলো দেশে আপনাদের অমুসলিম ঘোষণা করা হলো কেন?

আব্দুল আউয়াল : তাদের এই দাবির সামান্যতম সত্যতা নেই। তারা ইসলামের নামে মিথ্যা কথা বলছে। মিথ্যা বলা, মিথ্যা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করা মহাপাপ। তারা সেই কাজটি করছে। একমাত্র পাকিস্তানে আমাদেরকে অন্যায়ভাবে অমুসলিম ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়া পৃথিবীর আর কোনো দেশেই আমাদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করা হয়নি। আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে এ কথা বলছি। ১৭৮টি দেশে আমরা স্বাধীনভাবে কাজ করছি। এসব দেশে আমরা নৈতিকতা এবং ধার্মিকতার প্রতীক হিসেবে পরিচিত।

২০০০ : তাহলে ৪৮টি দেশের...

আব্দুল আউয়াল : ১৯৭৪ সালে রাবেতা আলম আল ইসলাম নামক একটি এনজিও সৌদি আরবে একটি সম্মেলনের আয়োজন করে। এই এনজিওটির কাজ সৌদি রাজ পরিবারের স্বার্থ দেখা। এই সম্মেলনে ৪১টি দেশের কিছু সংখ্যক আলেম অংশ নেয়। তারা মতামত দেয় কাদিয়ানিরা কাফের, অমুসলিম। এটাকেই আন্দোলনকারী সন্ত্রাসী মোল্লারা প্রচার করছে ৪১টি দেশে কাদিয়ানিদের অমুসলিম ঘোষণা করা হয়েছে। এই সম্মেলনে যারা যোগ দিয়েছিলেন তারা কেউই কোনো দেশের সরকারের প্রতিনিধি নয়। তারা একটা মতামত দিল, আর সেটা আইন হয়ে গেল! বিষয়টি এতো সহজ নয়। জামায়াতি মোল্লারা অসত্য তথ্য দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চাইছে।

২০০০ : জামায়াত তো বলছে কাদিয়ানি বিরোধী খতমে নবুওয়তের আন্দোলন তারা সমর্থন করে না। তাহলে জামায়াত আপনাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে- তার প্রমাণ কী?

আব্দুল আউয়াল : খতমে নবুওয়তসহ বিভিন্ন নামে আমাদের বিরুদ্ধে যারা আন্দোলন করছে, তাদের সঙ্গে জামায়াত যে জড়িত তার অনেক প্রমাণ আছে। ঐতিহাসিকভাবেও এটা প্রমাণিত সত্য। '৫৩ সালের মার্চে যখন দাঙ্গা বাঁধানো হলো, এটা নিয়ে বিচারপতি মুনির এবং কায়ানির নেতৃত্বে একটা তদন্ত কমিশন হয়েছিল। সেই তদন্তের সময় মওদুদীরা অস্বীকার করলো তারা দাঙ্গার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। কিন্তু তদন্তে প্রমাণ হলো যে জামায়াত জড়িত। এসব তথ্য প্রমাণ রয়ে গেছে। কেউই এটা অস্বীকার করতে পারবে না। এই মামলার রায়ে মওদুদীর ফাঁসির আদেশ হয়েছিল। যে রায় মূলত সৌদি আরবের চাপে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার কার্যকর করতে পারে নি।

'৫৩ সালের মতো এখন আবার মতিউর রহমান নিজামী বলছেন তারা খতমে নবুওয়তের আন্দোলন সমর্থন করেন না। কিন্তু সাতক্ষীরাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জামায়াতের নেতা-ক্যাডাররা আমাদের লোকদের ওপর নির্যাতন করছে। এসব কিছুর প্রমাণ আছে আমাদের কাছে।

বিপদে পড়লে আমরা জড়িত নই বলা জামায়াতের স্বভাব। তাদের আচার-আচরণ, জীবন যাপনে তো ইসলামের কোনো প্রভাব নেই, তাই তারা এটা করতে পারে।

আমার প্রশ্ন হলো আপনারা যদি সন্ত্রাসী আন্দোলনের সমর্থনই না করেন তাহলে জঙ্গি মোল্লাদের সামলাচ্ছেন না কেন? বাঁধছেন না কেন এইগুলোকে? কেন বলছেন না যে ওটাকে আমি অন্যায় মনে করি, এটা হতে আমি দেব না। আপনারা তো ক্ষমতায় আসীন। যেটাকে আপনি অবৈধ, অনৈসলামিক মনে করেন, যেটাকে আপনি বাংলাদেশ সরকারের আইন বিরোধী মনে করেন- সেটা থামানোর দায়িত্ব কি আপনাদের নয়?

১৬ জানুয়ারি ২০০৪-এ জামায়াতে ইসলামী নেতা মতিউর রহমান নিজামী ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছিলেন যারা কাদিয়ানিদের সমর্থন করে তারাও কাফের। এটা কত বড় ইন্ধন।

২০০০ : সাতক্ষীরায় আপনাদের সম্প্রদায়ের ওপর যে আক্রমণ হচ্ছে তাতে জামায়াত সম্পৃক্ত-এর কী কোনো প্রমাণ আছে?

আব্দুল আউয়াল: অবশ্যই। আমি ছিলাম সেই অবস্থায় সাতক্ষীরায়। গত ১১ এপ্রিল শ্যামনগর ইউএনএ অফিসে বৈঠক হয় আহমদিয়া জামাতের সঙ্গে ইউএনও সাহেবের। তিনি বলেন এখানকার কিছু কিছু নেতা-কর্মী আমাকে জানাচ্ছে যদি আহমদিয়ারা ওদের কলেমা খচিত মসজিদের সাইনবোর্ডটা নামিয়ে ফেলে তাহলে কিন্তু শান্তি হয়ে যায়। আমরা তাহলে আর মিছিল যেতে দেব না। আমরা জিজ্ঞেস করেছি যে ইউএনও সাহেব এটা কি আপনার কথা, প্রশাসনের কথা, নাকি অন্য কারো কথা? তিনি বললেন কখনোই এটা প্রশাসনের কথা নয়।

সেই একই দিন বিকাল ৫টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত ঐ একই ইউএনও অফিসে আরেকটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেই বৈঠকে অংশ নেন গাজী নজরুল ইসলাম এমপি, জামায়াতে ইসলামী সাতক্ষীরা। মওলানা আবদুল বারী শ্যামনগর জামায়াতে ইসলামী আমির, আবদুর রাজ্জাক মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়নের জামায়াতে ইসলামী আমির, আব্বাস আলী শ্যামনগরের জামায়াতে ইসলামী নেতা, মওলানা আব্দুল জলিল, মওলানা ওহিদুজ্জামান, আশরাফাজ্জামান, মওলানা আসাদুর রহমান, মুফতি আবদুল গনিসহ আরো কয়েকজন সেখানেও

আলোচনার বিষয় ছিল আমাদের মসজিদের সাইনবোর্ড নামিয়ে নিতে হবে। তাহলে ওদিকে কোনো আন্দোলন বা মিছিল যেতে দেয়া হবে না। সাতক্ষীরার এই অঞ্চলে জামায়াতে ইসলামীরই সব। জামায়াতের এমপি চাইলে মিছিলে যেতে দিতেও পারেন নাও পারেন। সেখানে তিনি প্রস্তাব করছেন কলেমা নামাতে। শাস্তির ব্যবস্থা তিনি করে দিচ্ছেন। আহমদিয়া জামাতের সদস্যরা স্পষ্ট ভাষায় বলে এসেছে আমরা কলেমার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। তবুও কলেমা নামাবো না। পাকিস্তানের এই প্রক্রিয়া বাংলাদেশে হতে দেব না।

১৬ এপ্রিল আমি বসে আছি যতীন্দ্রনগরে। তখন ইলিয়াস শরীফ এএসপি, যিনি অত্যন্ত ভদ্রলোক। তিনি ৪ জন আন্দোলনের হোতাকে শ্যামনগর থানায় ডেকে নিয়েছিলেন। তাদেরকে মৌখিকভাবে শাসিয়ে দিয়েছিলেন যে আমি জানি তোমরা ৪ জন আন্দোলনের হোতা, তোমরা গন্ডগোল করছো, যদি আগামীকাল তোমাদের প্রোগ্রামের দিন কোনো অরাজকতা হয় আমি তোমাদের দায়ী করবো। তারা হচ্ছেন আবদুল মজিদ, আবদুর রাজ্জাক মোড়ল, আরমান আলী সর্দার, জাবেদ আলী মোড়ল। এই চারজনকে চিহ্নিত করে দিয়েছেন। যখন লুটপাটের জিনিস উদ্ধার করার ব্যাপার আসে তখন আবদুর রাজ্জাক মোড়ল এবং তার ছেলে রবিউল ইসলাম সক্রিয়ভাবে কাজ করছেন। তারা জানেন কারা কারা লুটতরাজ করছে। স্থানীয় দৈনিকের প্রথম পাতায় প্রকাশ হয়েছে জামায়াতে ইসলামীর আবদুর রাজ্জাক মোড়লের ছেলের হাত দিয়ে মাল উদ্ধার হচ্ছে।

আরো বলতে চাই, জামায়াত ইসলামী যদি তাদের দায়দায়িত্ব এড়াতে চায়, তাহলে তাদের অনেক পরিশ্রম করতে হবে। যেমন আমাদের প্রকাশনা ব্যান্ড করা হয়েছিল’ ৮ জানুয়ারি ২০০৪-এ। ফেব্রুয়ারি ২০০৪-এ পার্লামেন্টের রিলিজিয়াস কমিটির স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান সাঈদী সাহেব একটা বই প্রকাশ করেন ‘কাদিয়ানিরা মুসলমান নয় কেন’। এই বইটা কেন আগে প্রকাশ করা হলো না?

এ জন্য যে কাদিয়ানিরা তখন প্রকাশনায় স্বাধীন। যখন তাদের প্রকাশনা থেকে বঞ্চিত করলেন তখন তার বই ছাপিয়ে দিচ্ছেন? সেখানে খতম নবুওয়তের অপবাদ তো রয়েছেই, বরং বাড়তি মিথ্যাচারও ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। যেমন-মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি নিজেকে আল্লাহ হিসেবে দাবি করেছেন।

২০০০ : বর্তমান সময়ে আপনাদের লোকজন কী অবস্থায় আছেন?

আব্দুল আউয়াল : আমাদের সৌভাগ্য বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ অত্যন্ত অসাম্প্রদায়িক এবং উদার। গত ৯৫ বছর ধরে এ দেশে আমরা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করছি। যখন বাইরে থেকে আন্দোলন আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হয়, তখন আমরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগি। কিন্তু আমাদের প্রতিবেশী, আমাদের আত্মীয়স্বজন, আমাদের আপন করে নেয়। আমরা তখন নিরাপত্তাহীনতা অনুভব করি না।

বগুড়ায় জোর করে আমাদের মসজিদে তারা একটি অবৈধ সাইনবোর্ড লাগিয়েছে। সেই অবৈধ সাইনবোর্ড পাহারা দিচ্ছে পুলিশ। পুলিশ দেখে প্রথমে আমরা মনে করেছিলাম পুলিশ মনে হয় আমাদের লোকজনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে। এখন দেখছি পুলিশ আমাদের নয়, পাহারা দিচ্ছে অবৈধ সাইনবোর্ড। এটা রাষ্ট্রের কাজ হতে পারে না।

আমি আবার বলছি আমাদেরকে আমাদের অবস্থানে থাকতে দেন। বাংলাদেশের জনগণ আমাদের জন্য সমস্যা নয়। উগ্রবাদী, সন্ত্রাসী মোল্লা-মৌলভীরা কৃত্রিমভাবে যে অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে চলেছে সেটার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। সরকারের কাজ হচ্ছে আইন-শৃঙ্খলা নিশ্চিত করা। আমাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে অবশ্যই পদক্ষেপ নিতে হবে যেন বাইরে থেকে চাপিয়ে দেয়া একটা অবস্থা তৈরি না করা যেতে পারে। বাইরের হস্তক্ষেপ না হলে সাতক্ষীরার ঘটনা ঘটে না। বাইরে থেকে উসকানিমূলক বক্তব্য রেখে মাদ্রাসার ছাত্রদের বাধ্য করে বের না করলে বগুড়ার ঘটনাও ঘটে না। যদি হাটহাজারী, পটিয়া মাদ্রাসার ছাত্রদের বের করে না আনা হয় তাহলে চট্টগ্রামের ঘটনা ঘটে না। সব জায়গায় লক্ষ্য করলে দেখবেন নন লোকাল পিপল্স আর ইন্টারফেয়ারিং। বিদেশ থেকে মোল্লারা এসে আমাদের দেশে ইসলামের নামে অধর্ম শিখিয়ে এবং করিয়ে যাচ্ছে। যত জায়গায় আহমদিয়াবিরোধী আন্দোলন হচ্ছে সেগুলোতে কিন্তু নন লোকালসদের ইমপোর্ট করা হচ্ছে।

২০০০ : বাংলাদেশ জঙ্গিবাদী রাষ্ট্র পরিচিত পাওয়ার ক্ষেত্রে এটা একটা ভূমিকা রাখছে।

আব্দুল আউয়াল: বাংলাদেশ অবশ্যই জঙ্গিবাদী দেশ নয়। কিন্তু এটাকে জঙ্গিবাদী রূপ দেয়া হচ্ছে। বাংলাদেশের স্বার্থবিরোধী কাজ করা হচ্ছে। আজকেও শুনলাম কোনো এক জামায়াত নেতা বলেছেন, ভিডিও ক্লিপিং সরবরাহ করাতে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে। এই ভাবমূর্তি নিয়েও আমার কিছু বলার আছে।

দুটো শব্দ বাংলাদেশে খুব প্রচলিত হয়ে গেছে। একটা হচ্ছে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি, আরেকটা হচ্ছে ধর্মীয় ভাবানুবেগ। এই দুটো নিয়ে আমরা বড় সমস্যায় আছি। ঘটনা সত্য কি না সেটা দেখা হচ্ছে না। ঘটনা যদি সত্য হয় তবে সেই ঘটনাকে রোধ করার চেষ্টা না করে সেটা প্রচারিত যেন না হয় সরকার সেদিকে বেশি তৎপরতা দেখাচ্ছে। সরকারের কাছে বারবার মিনতি করেছি, আবেদন জানিয়েছি বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হয় এমন কিছু করার সুযোগ করে দেবেন না। আগেভাগে ব্যবস্থা নেন ইসলামের নামে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বন্ধ করুন, যেন ভাবমূর্তি নষ্ট না হয়।

আমার গায়ে আঘাত লাগলে রক্তক্ষরণ তো হবেই। আঘাত লাগলে রক্ত ক্ষরণ কেন হবে এ প্রশ্ন তো অবান্তর। দ্বিতীয়ত ধর্মীয় ভাবানুবেগ। আজকে নতুন করে তৈরি হচ্ছে ধর্মীয় ভাবানুবেগ? আগে আমরা মুসলমান ছিলাম না? আমরা ইসলামের প্রতি দরদ রাখতাম না? ১৯৭১-এ যখন আমরা যুদ্ধ করেছি, তখন কি ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি? ১৯১২ সালে এ দেশে আহমদিয়া জামায়াতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তখন এখানকার আলেম-ওলামারা জ্ঞান রাখতেন না? তাদের সঙ্গে কত রকমের আলোচনা-পর্যালোচনা হয়েছে। কই তারা তো লাঠিসোটা, বন্দুক, বোমা নিয়ে আসেননি। ক্যাডার বাহিনীও আনেননি। এ কথাও বলেননি যে, দশ মিনিটে আমরা এদের প্রশ্রাবের ঢেলা বানিয়ে দেবো। তারা কি ধর্মের বিষয়ে কম জানতেন? এই উপমহাদেশের যত বড় বড় আলেম-ওলামা ছিলেন তাদের কেউ কেউ আমাদের বিরুদ্ধে কলম ধারণ করেছেন, তাদের যতোটুকু যুক্তি ছিল তারা উপস্থাপন করেছেন। সেটা একটা ধর্মীয় পথ। আমরাও কলম ধারণ করেছি আমরা যতটুকু বুঝেছি। এটাই তো ইসলামের শিক্ষা- যে তুমি তোমার মতবাদ যুক্তির মাধ্যমে উপস্থাপন কর। যে যুক্তিটা সঠিক সেটাই টিকবে। সেটা বিজয়ী হবে। আমরা যুক্তির ময়দানে জয়ী হচ্ছিলাম। আমাদের প্রকাশনা বন্ধ করে দিয়ে প্রমাণ করা হলো যুক্তির সামনে তারা টিকতে পারছে না। এখন বলছে ভাবানুবেগ নষ্ট করছে আহমদিয়া জামাত। আমি বলছি, যে কাহিনী ১১৫ বছরের পুরনো সেটা নিয়ে এ কথা তোলার কি কোনো সুযোগ আছে যে, এটা ধর্মীয় আবেগে আঘাত করে? মির্জা গোলাম আহমদ সাহেব যেদিন মারা গেলেন এই উপমহাদেশের বড় বড় আলেম-ওলামারা তার প্রশংসা করলেন কেন? কেন মাওলানা আবুল কালাম আজাদ বললেন যে একজন বিপ্লবী ইসলামী নেতার মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। কেন বললেন যে, হাজার বছরে এই ক্ষণজন্মা পুরুষ আবার জন্মায় কি না সন্দেহ। কেন বললেন যে, তার সামনে খ্রিষ্টান এবং আর্য সমাজের কোনো নেতা যুক্তির ময়দানে টিকতে পারেনি ৩০ বছর ধরে। তিনি কেন তার সম্পর্কে এই কথাগুলো বলেছেন। এজন্যই বলেছেন যে, তিনি ভদ্র, শালীন এবং সততাপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। সুতরাং কৃত্রিম কোনো সংকট দেখিয়ে এটা বলার কোনো সুযোগ কারো নেই যে, আপনারা ধর্মীয় আবেগে আঘাত করছেন। বরং আমরা একটি উদার আহ্বান জানিয়েছি জগতের সামনে। দেখ মুখে ইসলাম সত্য বলা সহজ। কিন্তু ইসলাম যে সতিকার অর্থে একটি নিয়ামত এটার মধ্যে যে সত্যিকার আধ্যাত্মিক ধনভান্ডার রয়েছে, জীবন্ত খোদার সঙ্গে সম্পর্ক সম্ভব একথা একমাত্র আহমদিয়া জামাত জগতের সামনে উপস্থাপন করেছে। এ কথার উত্তর না দিয়ে, আধ্যাত্মিকতার চর্চা না করে, যুক্তির চর্চা না করে, মারামারি, কাটাকাটির আন্দোলন করাটা কতোটুকু ইসলামী- এটা জনগণ বিচার করবেন।

বাংলাদেশের জনগণ আমাদের আপন লোক। আমরা বাংলাদেশ সম্পর্কে আশঙ্কা প্রকাশ করছি। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমরা শঙ্কিত। যে কারণে বাংলাদেশের সৃষ্টি, যে চেতনা লালন করে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, আজ যা কিছু হচ্ছে সব তার বিরুদ্ধে। বাংলাদেশের জনগণ যত তাড়াতাড়ি এ সত্যকে উপলব্ধি করবে ততোই মঙ্গল।

২০০০ : যারা আপনাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে তাদের উদ্দেশ্যে বিশেষ কিছু বলবেন?

আব্দুল আউয়াল : তর্কের খাতিরে যদি আমি মেনে নেই যে আমি অমুসলিম, আমাকে মুসলমান বানানো তো তার দায়িত্ব। ডান্ডা মেরে আমাকে মুসলমান বানাতে পারবেন? বোমা মেরে কি আমাকে মুসলমান বানানো সম্ভব? আকর্ষণ করাতে পারবেন? যে সন্ত্রাসকে ইসলাম ধর্ম সারা জীবন অস্বীকার করেছে, অধর্ম বলেছে, সেটা মানতে বাধ্য করতে পারে কেউ? এই অর্ধমকে কখনো আমি গ্রহণ করতে রাজি নই। আমি মরে গেলেও এই অধর্মকে গ্রহণ করবো না। সুতরাং যারা আন্দোলন করছেন তাদের চিন্তা করা দরকার, ভাবা দরকার। যদি তাদের তথাকথিত মতানুযায়ী অমুসলমানদের মুসলমান বানাতে হয় তাহলে কী আচরণ তাদের সঙ্গে করা উচিত। এই মিছিল, আন্দোলন, প্রশ্রাবের ঢেলা বানানোর কথা বলে আর যাই হোক আহমদিয়া মুসলিম জামাতকে কোনোদিন আকৃষ্ট করা যাবে না। আর আমি বিশ্বাস করি, সাধারণ বাঙালি মুসলমান সচেতন। তারাও জানে এই সমস্ত আন্দোলনের পেছনে অধর্ম ছাড়া, হীন রাজনৈতিক স্বার্থ ছাড়া আর কিছু নেই।

গ্রন্থনা : **শিল্পী মহলানবীশ**
ছবি : **আনোয়ার মজুমদার**